সমকাল

তারিখ ... 18 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

পাঠ্যসূচি তৈরি হয়নি ছাপানো হচ্ছে না বই

উচ্চ মাধ্যমিকের 'চারু ও কারুকলা' এবং 'নাট্যকলা'

■ সাব্বির নেওয়াজ

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 'চারু ও কারুকলা' এবং 'নাট্যকলা' নামে সরকার স্বীকৃত দুটি বিষয় (সাবজেক্ট) থাকলেও চলতি বছর এ দুটি বিষয়ের কোনো পাঠ্যবই ছাপছে না 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' (এনসিটিবি)। পাঠ্যবই ছাপার আগে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) ও পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) তৈরি করা হয়। জানা গেছে, এ দুটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিও তৈরি করেনি এনসিটিবি। ফলে পাঠ্যবই না থাকায় ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা চাইলেও এ বিষয় দুটি পড়তে পারবে না। বিষয়টি হয়েছে অনেকটা 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই।'

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ বিষয় দুটি বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মননের প্রতীক এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বীজ বপন করে। মৌলবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে এ দুটি বিষয়কে পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এখন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই তৈরি না করে এনসিটিবি মৌলবাদীদের সেই চাওয়াকেই পূরণ করল।

কেন এ বিষয় দুটির বই ছাপানো হচ্ছে না, তার সদুত্তর দিতে পারেননি পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দায়িত্বশীল কেউই। তারা একজন অন্যজনের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন সমকালের এ প্রতিবেদককে।

উচ্চ মাধ্যমিকের সর্বশেষ শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত করা হয় ২০১৩ সালের ৪ জুলাই। শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির' (এনসিসিসি) ওই সভায় ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য মোট ৩৪টি বিষয়কে নির্ধারণ করা হয়। এ ৩৪টি বিষয়ের মধ্যে মানবিক বিভাগের জন্য 'চারু ও কারুকলা' এবং 'নাট্যকলা' বিষয় দুটি আছে। অথচ এ বিষয় দুটি বাদ দিয়ে বাকি ৩২টি বিষয়ের বই ছাপার পাণ্ডুলিপি আহ্বান করেছে এনসিটিবি। ফলে শিক্ষার্থীরা বই না থাকায় বিষয় দুটি পড়তে পারবে না। অথচ বিষয় দুটির চেয়েও গুরুত্বহীন বিবেচিত বেশ কিছু বিষয়ের বই ছাপছে এনসিটিবি। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- সমরবিদ্যা, লঘু সঙ্গীত, আরবি, পালি ও সংস্কৃত, ক্রীড়া, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ব্যবহারিক শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ, সাধারণ বিজ্ঞান এবং খাদ্য ও পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও শিশু পরিবর্ধন এবং পারিবারিক জীবনযাপন ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে চতুর্থ বিষয়সহ একজন শিক্ষার্থীকে মোট ১৩০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। এর মধ্যে 'চারু ও কারুকলা' এবং 'নাট্যকলা' বিষয়ের প্রতিটি প্রথম ও দ্বিতীয়বর্ষ মিলিয়ে দুই পত্রে মোট ২০০ নম্বর। পরীক্ষায় বেশি নম্বর তোলার জন্য ছাত্রছাত্রীরা মূলত বিষয় দুটি চতুর্থ বিষয় হিসেবেই নিয়ে থাকে। তবে এ বছর সে সুযোগ থাকছে না।

এনসিটিবি থেকে জানা গেছে, এনসিসিসির সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'সাচিবিক বিদ্যা' বিষয়টি পড়ানো শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এ বিষয় উঠে যাচ্ছে। অথচ এ বিষয়েরও পাঠ্যবই ছাপতে যাচ্ছে এনসিটিবি।

নাট্যকর্মীরা জানান, তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল হিসেবে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০ নম্বরের 'নাট্যকলা' বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'পাঠ্যবই না ছাপিয়ে কেন বিষয় দুটিকে গৌণ করে ফেলা হচ্ছে' জানতে চাইলে এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার এ বিষয়ে সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকীর সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী জানান, তিনি এ পদে নতুন এসেছেন। সিদ্ধান্তটি বেশ আগের। তিনি এনসিটিবির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল সমকালকে বলেন, তিনি গত জানুয়ারিতে চেয়ারম্যান হয়েছেন। বইয়ের পাণ্ডুলিপি আহ্বানের সিদ্ধান্তটি এর আগেই হয়েছে। কী কারণে বই ছাপানো হচ্ছে না তা তিনিও বিস্তারিত জানেন না।